2

ইমাম মাহদী (আ.) কি □াহ্যিক অস্তিত্বমান?

অস্তিত্বমান?

মোহাম্মাদ মিজানুর রহমা[1]

ভূমিকা:

ইমাম মাহদী (আ.) হলেন রাসূলুল্লাহর (সা.) মনোনীত ইমামতধারার সর্বশেষ তথা দ্বাদশতম মাসুম ইমাম; যে মহান ইমামকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ এবং জল্পনা-কল্পনার কোন অন্ত নেই। আবার এ ইমাম সম্পর্কে মানুষের আকিদা-বিশ্বাসকে দূর্বল ও বিভ্রান্ত করতে একশ্রেণীর লোকেরা অনবরতভাবে নানাবিধ সন্দেহের উদ্রেগ ছড়াচ্ছে।

তাই আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি বিশেষ প্রশ্নের জ্ঞাননির্ভর ও গবেষণাধর্মী উত্তর তুলে ধরব; প্রশ্নটি হচ্ছে -কিভাবে আমরা মেনে নিতে পারি যে ইমাম মাহদীর (আ.) বাহ্যিক অস্তিত্বমান?

শুধু কি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে স্বল্পসংখ্যক কিছু হাদীস ও রেওয়ায়েত; যা কিছু বইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেটোই কি দ্বাদশ ইমামের অস্তিত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট? অথচ মানব মস্তিস্কের গঠন

mizan2468@yahoo.com: 1

প্রকৃতিতে এ ধরনের ধারণা বাহ্যত দৃষ্টিতে খুবই অবাস্তব বিষয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, এমনটি কিভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি ইমাম মাহদী) আ (.সত্যিই ইতিহাসে অস্তিত্ববান? মানসিক ও আত্মিক বিশ্বে কোন পরিস্থিতিই কি এ বিশ্বাসকে মানুষের মনে উদ্গীরণ করছে?[1]

এসব প্রশ্নের জবাবে বলব –এটা সত্য যে, ইমাম মাহদী) আ (.হলেন প্রতিশ্রুতি নেতা এবং বিশ্বমানবতার মুক্তিদাতা –এ মৌলনীতি আম্)সাধারণ (ভাবে রাসূলুল্লাহর) সা (.হাদীসের মধ্যে এবং খাস) বিশেষ (ভাবে আহলে বাইতের ইমামগণের) আ (.রেওয়ায়তেসমূহের মধ্যে এসছে। এ সব রেওয়ায়তেসমূহে বিষয়টি এতই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়ছে যে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধুমাত্র আহলে সুন্নাতের সূত্রে[2] এ প্রসঙ্গে চার শতাধিক এবং শিয়াদের সূত্রে প্রায় ছয় সহস্রাধিক হাদীস[3] বর্ণিত হয়ছে, আর এ পরিসংখ্যানটি সত্যিই অনেক ব্যাপক। ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যেগুলোর প্রতি মুসলমানদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়ছে; সে সম্পর্কেও এত বেশী রেওয়ায়তে বর্ণিত হয় না।

---

1 । এখানে শহীদ বাকের সাদর) রহ (.যে সকল প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করছেনে তা সাধারণতঃ অন্যদের পক্ষ হতে ইমাম মাহদীর) আ (.সম্পর্কে উত্থাপিত হয়ছে অথবা ভবিষ্যতে তা উপস্থাপিত হতে পারে এবং এগুলো হচ্ছে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী। এমনকি বর্তমানে কথাকথিত কিছু লেখক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ উদ্ভট প্রশ্নসমূহকে পুজি করে বিতর্ক ও বিভ্রান্তির পায়তারা চালাচ্ছে এবং ওহাবিদের পক্ষ থেকে তা অত্যন্ত ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারণ করা হচ্ছে; আসলে এসব বিভ্রান্ত সৃষ্টিকারীদের হীন উদ্দেশ্য আজ কারো নিকট অজানা নয়। শহীদ বাকের সাদর) রহ (.সত্যান্বেষীদের জন্যে এ সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক জবাব দিয়েছেন।

2 । এ সম্পর্কে সাইয়েদ সাদর এর লেখা আল মাহদী নামক গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন।

3 । আয়াতুল্লাহ লুত্ফুল্লাহ সাফী গুলপায়গানী রচিত মুন্তাখাবুল আছার ফীল ইমাম আস্ ছানি আশার' গ্রন্থেও শরণাপন্ন হতে পারেন।

বস্তুতঃ ইমাম মাহদী (আ.)-এর বাহ্যিক অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পর্যাপ্ত দলীল-প্রমাণ রয়েছে; যেগুলো দুইভাগে বিভক্ত, যথা ঃ বর্ণনাভিত্তিক দলীল এবং অপরটি জ্ঞানগত তাত্ত্বিক।

বর্ণনাভিত্তিক দলীল প্রতিশ্রুত ইমামের (আ.) অস্তিত্বকে প্রমাণিত করে এবং তাত্ত্বিক দলীল প্রমাণ করে যে মাহদী কোন রূপকথা বা মতবাদ নয়। বরং এমন এক সারসত্য বিষয় ইতিহাস যার অস্তিত্বকে স্পর্শ করেছে।

বর্ণনাভিত্তিক দলীল

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)[1] এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ থেকে শত শত রেওয়ায়তে ও হাদীস এসেছে যার ভাষ্য হল প্রতিশ্রুত মাহদী নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী ঃ সে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত[2], হযরত ফাতিমা যাহরার (আ.) সন্তান[1] এবং ইমাম

1। মোজাম আহাদীস আল ইমাম আল মাহদী, মুয়াস্সাসায়ে আল মায়ারফে আল ইসলামিয়্যাহ খণ্ড ১, আহাদীসে নোবাবী (সা.)।

2।
আহমাদ ইবনে আবি শাইবা (রহ.), ইবনে মাজা (রহ.) এবং নাঈম ইবনে হাম্মাদ (রহ.) ফিতান অধ্যায়ে হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল (সা.) বলেছেন, "মাহদী আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে। আল্লাহ এক রাত্রে তার সকল কার্য সমাধা করবেন।"
জালাল উদ্দিন সুয়ূতী রচিত "আল হাভী লিল ফাতাওয়া" গ্রন্থ খণ্ড ২ পৃ. ২১৩-২১৫। এই গ্রন্থে আহমাদ ইবনে আবি শাইবা ও আবু দাউদ হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি মহাপ্রলয়ের একদিনও অবশিষ্ট থাকে আল্লাহ তায়ালা আমার বংশ হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটাবেন। সে দুনিয়াকে এমনভাবে ন্যায়নীতি ও সাম্যে পরিপূর্ণ করবে যেমনভাবে দুনিয়া জুলুম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল।" অনুরূপভাবে মাহদী ফাকীহ ঈমানী তার মৌসুয়াতু আল ইমাম আল মাহদী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে আবু

হুসাইনের) আ (.বংশধারার নবম সন্তান।[2] অনুরূপভাবে আরও অনেকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর) সা (.জানশীন বা উত্তরসূরীর সংখ্যা হচ্ছে বার জন।[3]

এ হাদীসসমূহ প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী) আ (.দ্বাদশতম ইমাম হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত করে। স্বয়ং ইমামগণ) আ (.ইমাম মাহদীকে) আ (.হেফাজতের জন্য সাধারণের মাঝে তাকে পরিচিতি করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, আর এ প্রসঙ্গে প্রচুর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য হাদীস ও রেওয়ায়েতের আধিক্যই এককভাবে তা মেনে নেওয়ার কারণ হয় না। বরং এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিদর্শন ও সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে, যা

দাউদ সুলাইমান বিন আশ্‌য়াস রচিত সহীহ সুনানে আল মুসতাফা খণ্ড ১, পৃ .২০৭, সুনানে ইবনে মাজা খণ্ড ২ পৃ .১৩৬৭ এবং ৪০৮৫ এবং মোজাম আহাদীসে আল ইমাম আল মাহদী খণ্ড ১ পৃ .১৪৭ এ রুজু করতে পারেন।

1। জালাল উদ্দিন সূয়ূতী তার আল হাভী লিল ফাতাওয়া গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২১৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, আবু দাউদ) রহ(., ইবনে মাজা) রহ(., তাবরানী) রহ (.এবং হাকেম) রহ (.হযরত উম্মে সালামার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলকে) সা (.বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, "মাহদী আমার বংশ হতে এবং ফাতিমার সন্তান।"

2। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা মোজামে ইমাম আল মাহদী গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন।

3। এই হাদীসসমূহ যাতে বলা হয়েছে ঃ আমার পরে ইমাম হল বার জন এবং তাদের সকলেই কুরাইশ গোত্রের। অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ কুরাইশ গোত্রের ১২ জন পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব না করা পর্যন্ত এ দ্বীন অব্যাহত থাকবে। এগুলো সবই মোতাওয়াতির ও সহীহ হাদীস এবং মুসনাদ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা সহীহ মুসলিম খণ্ড ২ কিতাবুল আমারাহ এবং মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বাল গ্রন্থের খণ্ড ৫ এবং ৯০-৯৭ পৃষ্ঠার শরণাপন্ন হতে পারেন।

সগেুলো‌র সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

রাসূলুল্লাহর) সা (.হাদীসে ইমামগণ, উত্তরসূরী, আমীর এবং তাদরে সংখ্যা ১২ জনরে কথা উল্লখে করা হয়ছে।ে এ সমস্ত হাদীসরে মূল টক্সেট)ঞবীঃ (এর মধ্যে কছিুটা ভনি্নতা রয়ছে;ে কো‌থাও ১২ জন ইমাম, কো‌থাও ১২ জন খলীফা আবার কো‌থাও ১২ জন আমীররে কথা উল্লখে করা হয়ছে।ে

কো‌ন কো‌ন গ্রন্থকার এ সব হাদীসরে সংখ্যা ২৭০ এর বশেী গণনা করছেনে। যার সবই শয়িা ও সুন্নি উভয় মাযহাবরে নর্িভরযো‌গ্য গ্রন্থসমূহে যমেন ঃ সহীহ বো‌খারী, সহীহ মুসলমি, সুনানে তরিমযিী, সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ মুসতাদরাক আলাস্ সাহীহাইনে বর্ণতি হয়ছে।ে

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বষিয় ও লক্ষ্যণ হলো‌ যে এই হাদীসরে অন্যতম বর্ণনাকারী রাবী হচ্ছনে বো‌খারী) রহ(., যনিি ছলিনে নবম, দশম ও একাদশতম ইমামরে সমসাময়কি ছলিনে। আর এর মধ্যে অনকে অর্থ রয়ছে,ে কনেনা প্রতীয়মান হয় য,ে এ হাদীসসমূহরে প্রতপিাদ্য তথা বক্তব্য বাইররে জগতে সংঘটতি হওয়ার আগে এবং ১২ ইমামীর চন্িতা, অস্তত্বি ও আবভির্'ত হওয়ার পূর্বইে রাসূলুল্লাহর) সা (.ভাষা থকেে সগেুলো‌ লপিবিদ্ধ হয়ছে।ে সাথে সাথে এটাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় য,ে এই হাদীসসমূহ বাহ্যকি ঘটনার ব্যাখ্যা বা প্রতফিলন নয়। কনেনা, বানো‌য়াট ও জাল হাদীসসমূহ সচরাচর বাইরে সংঘটতি ব্যাপার বা ঘটনাপ্রবাহরে)মনগড়া (ব্যাখ্যা করে থাক।ে

অতএব যহেতেু এ হাদীসসমূহ পূর্ণরূপে সংঘটতি হওয়ার এবং ১২ ইমামরে জন্মরে পূর্বইে বর্ণতি ও লপিবিদ্ধ হয়ছে,ে সহেতেু সদেকিে লক্ষ্য রখেে আমরা গুরুত্বারো‌প করতে পার িযে এগুলো‌ কো‌ন ব্যাখ্যা নয়, বরং একট িপ্রতষ্িঠতি সত্য যা রাসূলুল্লাহর) সা (.হাদীসে ব্যক্ত

হয়ছে। যনিি ওহী ব্যতীত নজিরে মনগড়া ক োন কথা বলনে না।[1] তনিি প্রথমে বলছেনে, "আমার উত্তরসূরী হবনে ১২ জন।" অতঃপর ইমাম আলী)আ (.থকেে ইমাম মাহদী) আ (.পর্যন্ত ১২ জন ইমামরে নাম উল্লখে করছেনে, যাতে এ পবত্রি হাদীসরে প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।[2]

তাত্ত্বকি তথা বজ্ঞৈানকি দলীল

বজ্ঞৈানকি দলীল হল োবাস্তব অভজ্ঞিতা, যে অভজ্ঞিতার সাথে একদল মানুষ দীর্ঘ ৭০ বছর জীবন যাপন করছে। অর্থা□ গাইবাতে স োগরা বা 'স্বল্পময়োদী অন্তর্ধান'। এই গাইবাত বা অন্তর্ধান সম্পর্কে সংক্ষপ্তি ব্যাখ্যা দওেয়া জরুরী মনে করছি –

গাইবাতে স োগরা হচ্ছে ইমাম মাহদীর) আ (.ইমামতরে প্রথম পর্যায়। শুরু থকেে এটাই ধার্য ছলি যে তনিি ইমামত লাভ করার পর অবলিম্বে সাধারণরে চক্ষুর অন্তরালে চলে যাবনে এবং বাহ্যত সমাজরে ঘটনাপ্রবাহ থকেে দুরে অবস্থান করবনে। যদওি তনিি সব ঘটনাবলীকে খুব নকিট থকেইে উপলব্ধি করবনে। কন্তিু লক্ষনীয় বষিয়টি হচ্ছে যদি উক্ত অন্তর্ধান একবারইে সংঘটতি হত, তাহলে জনকন্দ্রসমূহ বশিষেতঃ ইমামতরে অনুসারীদরে উপর বড় ধরনরে আঘাত নমেে আসত।

1। আল্লাহ তায়ালা সূরা নাজমরে ৩ ও ৪ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ) সা (.সম্পর্কে বলছনে - সে মনগড়া) প্রবৃত্তরি বশে কে োন কথা বলে না। এত োকবেল প্রত্যাদশে) ওহী(, যা)তার প্রতি (প্রত্যাদশে করা হয়।

2। আহলে সুন্নাতরে আলমেগণ হাদীসটকিে সহীহ হসিবেে গ্রহণ করছেনে, কন্তিু এটরি ব্যাখ্যায় ভন্নিমত প্রকাশ করনে। তারা উক্ত বার জন সম্পর্কে যাদরে কথা উল্লখে করছেনে তা আদৌ গ্রহণয োগ্য নয় বরং তাদরে অনকেইে ফাসকে ও ম োনাফকি ছলি যমেন ঃ ইয়াযদি ইবনে মুয়াবয়িা। এ সম্পর্কে সাইয়দে সামরে হাশমে আল আমদিী বস্তিারতি আলো চনা করছেনে, আপনারা তার রচতি দফিা আনলি কাফী গ্রন্থরে ১ম খন্ডরে ৫৪০ নং পৃষ্ঠার শরণাপন্ন হতে পারনে।

কনেনো এর পূর্বকোর লোকরো তাদরে ইমামরে সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখত, বপিদ আপদে তাঁর শরণাপন্ন হতো। তাই ইমাম যদি আকস্মকিভাবে অদৃশ্য হয়ে যতেনে এবং উম্মতদল মনে করত তাদরে চন্তিা ও আধ্যাত্মকি নতোর সান্নধ্যি আর পাবে না। এমতাবস্থায় হয়তো সব কছিুই ভন্ডুল হয়ে পড়তো আর উম্মতদলে ভদে-বভিক্তি দখো যতে।

কাজইে প্রয়োজন ছলি এ গাইবাত বা অন্তর্ধানরে জন্য ক্ষত্রে প্রস্তুত করার যাতে লোকজন ধীরে ধীরে বষিয়টরি সাথে পরচিতি হয় এবং নজিদেরেকে তার সাথে মানয়িে নতি পোরে। গাইবাতে সোগরার মাধ্যমে প্রকারান্তে সে ক্ষত্রে প্রস্তুতরি কাজ সম্পন্ন হয়। এ সময়ে ইমাম মাহদী) আ (.লোকচক্ষুর অন্তরালে ছলিনে কন্তিু তনিি প্রতনিধিগিণ ও বশি্বস্ত সাথীদরে মাধ্যমে) যারা ছলিনে ইমামতে বশি্বাসী জনগোষ্ঠী ও ইমামরে মধ্যে সম্পর্করে যোগসূত্রস্বরূপ (স্বীয় অনুসারীদরে সাথে যোগাযোগ বজায় রাখনে।[1] এই সময়ে যে চার জন বশিষ্টি মুত্তাকী ও পরহজেগারী ব্যক্তবির্গ ইমাম মাহদীর) আ (.প্রতনিধিরি দায়ত্বি পালন করছেলিনে তাঁরা হলনে, যথাক্রমঃ

(১ (উসমান ইবনে সাঈদ আমরী) রহ(.

(২ (মুহাম্মাদ বনি উসমান ইবনে সাঈদ আমরী) রহ (.

(৩ (আবুল কাসমে হুসাইন ইবনে রুহ) রহ(.

(৪ (আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ সামারী) রহ (.

1। সাইয়দে হাশমে আল বাহরাইনী রচতি তাবসারাতুল উলা ফী মান রায়া আল কায়মে আল মাহদী এবং সামরে হাশমে আল আমর্দী রচতি দীফা আনলি কাফী গ্রন্থরে ১ম খন্ডরে ৫৬৮ নং পৃ .পর থকেে শরণাপন্ন হতে পারনে।

এই চার মহান ব্যক্তিত্ব[1] পর্যায়ক্রমে নায়েব বা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ একজন মৃত্যুবরণ করলে ইমাম মাহদী (আ.)-এর নির্দেশে অপর জন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন।

এ বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ শিয়াদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাদের সমস্যা ও প্রশ্নসমূহ ইমামের (আ.)-নিকট পেশ করতেন। অতঃপর সমাধানগুলো[2] কখনো মৌখিক ও আবার কখনও লিখিতভাবে তাদের জন্য নিয়ে আসতেন। এভাবে মধ্যস্ততার মাধ্যমে হলেও ইমামের সাথে যোগাযোগ রাখতে পেরে শিয়ারা মানসিকভাবে স্বস্তি পেত। তারা লক্ষ্য করতো যে, ইমামের (আ.)-পক্ষ থেকে যে সমস্ত পত্র বা লেখা তাদের হাতে আসত, সেগুলো সবই এক ও অভিন্ন কায়দা-পদ্ধতিবিশিষ্ট[3] এবং দীর্ঘ ৭০ বছরের এ চার জনের প্রতিনিধিত্বকালে কোন রদ-বদলই তাতে দেখা যায় নি।

ইমামের (আ.) সর্বশেষ নায়েব বা প্রতিনিধি আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ সামারী তার প্রতিনিধিত্বকাল শেষে গাইবাতে সোগরা বা

1। এই চার জনের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা সাইয়েদ মুহাম্মাদ সাদর রচিত তারিখ আল গাইবাত আস্ সোগরা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫৯নং পৃষ্ঠার পর থেকে শেরণাপন্ন হতে পারেন।

2। এ সমাধানগুলো 'তৌকীয়াত' নামে পরিচিত, যা হচ্ছে শিয়াদের কৃত প্রশ্নের জবাব। ইমাম মাহদী (আ.) কখনো মৌখিক আবার কখনো লিখিতভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। বিস্তারিত জানার জন্যে আহমাদ বিন আলী আল তার্বাসী রচিত আল ইহ্তিজায গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫২৩ নং পৃষ্ঠার পর থেকে দৃষ্টব্য।

3। সাহিত্যের ভুবনে পূর্বে ও বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে, পদ্ধতি ও পন্থা হচ্ছে ব্যক্তির পরিচায়ক। আর এটি একটি বাস্তব সত্য। এ কারণেই দেখা যায় যে, বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ একটি বিষয় শোনা মাত্রই বলে দিতে পারেন যে এটা কার। প্রত্যেক লেখক ও সাহিত্যিকেরই নিজস্ব পদ্ধতি থাকে এবং তিনি সে পদ্ধতির মাধ্যমেই পরিচিত হন। ইমাম মাহদীর (আ.) নিজস্ব পদ্ধতি ছাড়াও তাঁর হাতের লেখা ছিল পূর্ব পরিচিত।

স্বল্পমেয়াদি অন্তর্ধানের সমাপ্তি এবং গাইবাতে কোবরা বা দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্ধান শুরুর সংবাদ দেন। দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্ধানে ইমাম মাহদীর (আ.) পক্ষ থেকে আর কোন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি বা নায়েবে মনোনিত হন নি। স্বল্পমেয়াদি অন্তর্ধানের ফলে জনগণের মাঝে দীর্ঘমেয়াদী অন্তর্ধান খুব সহজে মেনে নেওয়ার সহজাত মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘমেয়াদী অন্তর্ধানকালে জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়াবী বিষয়াদিতে ইমামে জামানার সাধারণ প্রতিনিধি তথা ন্যায়পরায়ণ মুজতাহিদগণের শরণাপন্ন হওয়া।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনারা বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে ও ভালভাবেই বুঝতে পারবেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) ছিল একটি বাহ্যিক বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সারসত্য। একদল লোক এ বাস্তবতার সাথে জীবন যাপন করেছেন এবং ইমামের প্রতিনিধিগণ দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে তাদের ও ইমামের (আ.) মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগের যোগসূত্র ছিলেন। আর কেউই কখনও কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনরূপ ভূল-ত্রুটি খুজে পায় নি।

আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি যে, আপনারা কী কখনও এমনটি কল্পনা করতে পারেন যে, একটি মিথ্যা সত্তর বছর যাবত স্থায়ী হবে আর চার জন ব্যক্তি পূর্ণ সামঞ্জস্যতার সাথে এবং একই সুরে একই ভূমিকায় অভিনয় করে যাবেন?!

তারা তাদের আন্তরিক ব্যবহারের মাধ্যমে জনমনের এমন আস্থা অর্জনে স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন যে তাদের কথা এবং কাজের প্রতি সকলেই পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস এনেছিলেন।

এমনটি কী আদৌ সম্ভব যে এ চার জন ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে অভিনয় (!) করবেন কিন্তু কেউই প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে না? অথচ এই চার জনের মধ্যে তো তেমন কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, যাতে করে বলা যাবে যে তারা এ বিষয়ে পরস্পরে আঁতাত করেছিলেন।

প্রাচীন কালের একটি প্রবাদ হচ্ছে -'মিথ্যার রশি খাটো হয়'। যুক্তিও নির্দেশ করে যে, একটি মিথ্যা এভাবে স্থায়ীত্ব লাভ করা, এত দীর্ঘ সময়ে এমন ব্যাপক পরিসরে যোগাযোগ, গমনাগমন ও ঘটনার ব্যাপকতা সত্ত্বেও সত্য উদ্ঘাটিত না হওয়া; উপোরন্তু সর্বজনের পক্ষ থেকে বিষয়টি সত্য বলে ঈমান আনা -আদৌ সম্ভবপর নয়।

এভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, একটি ইলমী অভিজ্ঞতা হিসেবে স্বল্পমেয়াদী অন্তর্ধানের ঘটনাটি একটি বিষয়ের বাহ্যিক অস্তিত[1] ; তথা ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণস্বরূপ হতে পারে। আর বিষয়টি হল, ইমাম মাহদীর (আ.) অস্তিত্ব, জীবনযাপন এবং অতঃপর স্বল্পমেয়াদী অন্তর্ধানে গমন। তিনি নিজেই স্বল্পমেয়াদী অন্তর্ধানের পর ঘোষণা করেছেন যে, তিনি দীর্ঘমেয়াদী অন্তর্ধানে যাচ্ছেন ও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকবেন এবং কেউ তাঁর দর্শন লাভ করতে পারবে না।[2]

1। স্বল্পমেয়াদি অন্তর্ধানের সময়ে ইমাম মাহদী (আ.) যে জনগণের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তা এক ঐতিহাসিক ও অনস্বীকার্য সত্য। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীসও রয়েছে যে বিষয়ে সকল মাযহাবের আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। এ সকল যুক্তি-প্রমাণের ফলে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইমাম মাহদী (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত রয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্যে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বাকের সাদর (রহ.) রচিত তারিখে আল গাইবাত আস্ সোগরা গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন।

2। ইমাম মাহদীর (আ.) একটি লেখনীতেও বর্ণিত হয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদি অদৃশ্য কালে কেউই তাকে স্পষ্টভাবে (তাঁর প্রকৃতরূপে) দেখতে পাবে না। বার ইমামী মাযহাবের সকল আলেম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন। এ সম্পর্কে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাদর তার তারিখে আস্ গাইবাত আল সোগরা গ্রন্থের ৬৩৯ পৃষ্ঠার পর থেকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

فصل چهارم

مقالات به زبان برمه‌ای